ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

SFDF

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার,ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.gov.bd

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ২৮ ধারার বিধান মতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation)" নামে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের ৮ টি দেশে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রতিবেদনের মুল পর্যবেক্ষণ ছিল প্রচলিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবেদনে গ্রামীণ দরিদ্রদের সকল প্রকার সেবা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

এ প্রেক্ষাপটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৭৫-১৯৭৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি) নামক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া কর্তৃক ১৯৭৬-১৯৮০ সময়ে এবং ১৯৮০-১৯৮৪ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। অতপর ১৯৮৫ হতে ২০০৪ পর্যন্ত বার্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন সংস্থার মূল্যায়নের ভিত্তিতে একে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিত করে উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশন গঠনের প্রাক্কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক সুপারিশকৃত আবর্তক ঋণ তহবিল নিয়ে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফাউন্ডেনের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৮টি বিভাগের ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং 'রুপকল্প-২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২৭টি উপজেলাসহ মোট ২০০ টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে এসব পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

৪. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৬. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৭. ই-গর্ভান্যান্স /উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৮. অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৯. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
১০. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১১.দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;
২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ; এবং
৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।
৬। করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ও মাঝারিকুটির শিল্প খাতে কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহযোগিতা প্রদান।

প্রতিবেদনাধীন ২০২১-২০২২অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে থোক আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় । ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলাসহ দেশের৩৬টি জেলার ১৭৩ টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকাসহ মোট ১০০.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করাহয়েছে। ফলে বর্তমানে ২৪২.১৮ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এবং সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধিসহ সর্বমোট ২৫৭.৪৫ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছর ও জুন ২০২২ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একনজরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

বিবরণ		২০২০-২০২১ অর্থবছরেঅগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২২ পর্যন্ত
১। ঋণ কার্যক্রম শুরু	:	-	২০০৭ সালে
২। কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা	:	-	৩৬টি
৩। উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা	:	-	১৭৩টি
৪। ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠন(সংখ্যা)	:	১৯৪৮	৯০৬৮
৫। ক্রমপুঞ্জিত সদস্যভুক্তি(জন)	:	২০১০০ জন	২,৩৮,০৪২
৬। বিদ্যমান সদস্য (জন)	:	-	১,১৭৮১২
৭। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা	:	২২.৯০ কোটি টাকা	১২৫.৭৯কোটি টাকা
৮। সঞ্চয় স্থিতি	:	-	৩৬.৩১কোটি টাকা
৯। রাজস্ব খাতের বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১৪.০০ কোটি টাকা
১০। ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১২৮.১৮ কোটিটাকা
১১। রাজস্ব খাত ও ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প হতে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	২৪১.৮১ কোটিটাকা
১২। সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি	:	-	১৫.২৭কোটি টাকা

১৩। কোভিড-১৯তহবিলপ্রাপ্তি		৫০.০০ কোটি টাকা	৫০.০০ কোটি টাকা
১৪। সর্বমোট কোভিড-১৯তহবিলপ্রাপ্তি	:		১০০ কোটিটাকা
১৫। সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল			২৫৭.৪৫ কোটিটাকা
১৬। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (সার্ভিসচার্জসহ)	:	২৪৪.৭১ কোটি টাকা	১৪,৪২.০৩কোটি টাকা
১৭। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)	:	২১৬.৬৩ কোটি টাকা	১,২২৮.৪৩কোটি টাকা
১৮। ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিসচার্জ আদায়	:	২১.৫৮ কোটি টাকা	১৫৩.৮১ কোটি টাকা
১৯। মাঠে বিনিয়োগ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	:	-	২১৪.১০কোটি টাকা
২০। সঞ্চয়ের টাকা বিনিয়োগে আছে	:	-	২৬.৯৬কোটি টাকা
২১। খেলাপি স্থিতি	:	-	৪০.৬৩ কোটিটাকা
২২। অনলাইনমনিটরিংব্যবস্থার প্রবর্তন	:	-	প্রধান কার্যালয়সহ ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়
২৩। ঋণ আদায়ের হার	:	-	৯৭.৩৭%

প্রশাসনিক

১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস(মোট পদ সংখ্যা)	১০২২	৭১৫	৩০৭	-	
মোট	১০২২	৭১৫	৩০৭	-	

* ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় সরকার প্রদত্ত আবর্তক ঋণ মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের আয়ের মাধ্যমে জনবলের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্যতা বিবেচনায় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। ১০২২টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিনিয়োগকৃত তহবিল অনুযায়ী বর্তমান নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৭১৫। বিনিয়োগের জন্য আবর্তক ঋণ তহবিলের সংস্থান হলে অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হবে।

২. শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৭	৮	২৮৮	৪	৩০৭

* ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় সরকার প্রদত্ত আবর্তক ঋণ মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের আয়ের মাধ্যমে জনবলের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্যতা বিবেচনায় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। ১০২২টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিনিয়োগকৃত তহবিল অনুযায়ী বর্তমান নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৭১৫। বিনিয়োগের জন্য আবর্তক ঋণ তহবিলের সংস্থান হলে অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হবে।

৩. নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২	১৭	৩৯	৪	৩	৭	

৪. শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে(২০২১-২২) পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১০	১	৩	১	৫	৬ ১। ২০২০-২১ অর্থ বছরের অনিষ্পন্ন -০১টি ২। ২০২১-২২ অর্থ বছরের অনিষ্পন্ন - ০৫টি

৫. ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩১	৮৪১

৬. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২

৭. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২০০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-	২০৩	১৭৩

অডিট আপত্তি

১. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) প্রতিবেদনাধীন বছরে ফাউন্ডেশনের কোন অডিট আপত্তি নেই।

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ(কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সর্বমোট								

২. অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা।

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি:

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে । ২০২১–২০২২ অর্থ বছরে ১৮৯ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২০,১০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৯০৬৯ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৩৮,০৪২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায় :

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় । ২০২১–২০২২ অর্থ বছরে ২৪৪.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২১৪.১১ কোটি টাকা আদায় করা হয়। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৪৪২.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১২২৮.৪৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭.৩৭ ভাগ।

পুঁজি গঠন:

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৫০ টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে মাসিক ৫০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২১–২০২২ অর্থ বছরে ২২.৯০ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১২৫.৭৯ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

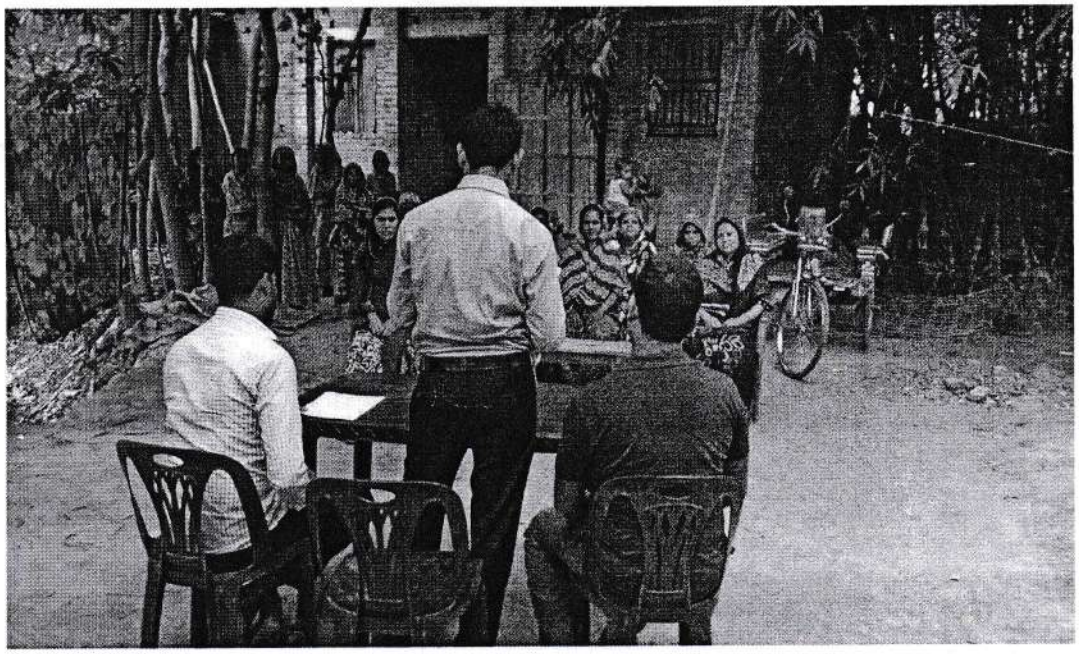

চিত্রঃ উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২১–২০২২ অর্থ বছরে ৮৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ১১,৩৫০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪,০৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৪৯,২০৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ভর্তিকৃত ২,৩৮,০৪১ জন সদস্যদের মধ্যে ২,২৩,৭৫৮ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ২০২১–২০২২ অর্থ বছরে ২৩০.০৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং এ সকল নারী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২১.৫৩ কোটি টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি সমিতি/ কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৪৪,২৮৬ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্দ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আত্ন-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, ও শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের নারী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংগত রাখার জন্য করণীয় বিষয়ঃ

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে করোনা সংকট মোকাবিলায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীন এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় এসএফডিএফ-কে গত ২৩।০২।২০২১ তারিখে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ০৬।০৪।২০২১ তারিখে প্রথম ৫০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত এ ৫০ কোটি টাকা ৩৭৩৫ জন সদস্যের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

অবশিষ্ট ৫০ কোটি টাকা গত ১৭।১০।২০২১ তারিখে ফাউন্ডেশনের অনুকুলে অবমুক্ত হয়। তদপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। জুন,২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৫০৯ জন সদস্যের মাঝে যথাযথভাবে ১০০ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (আসল) আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট অনাদায়ী ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংগত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের মাঝে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে স্বল্প হারে ৪% সার্ভিস চার্জে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮টি সমান কিস্তিতে ২ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ঋণ প্রদানের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

SFDF ও GAIN এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (GAIN)-এর মধ্যে বুধবার, ৩০শে মার্চ ২০২২ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয় ।

সংস্থা দু'টি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন ও সকল স্তরের ভোক্তাদের উন্নত পুষ্টি নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার জন্য কাজ করবে।

এসএফডিএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং GAIN-এর পক্ষে ড. লরেন্স হাদ্দাদ, নির্বাহী পরিচালক সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন । সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব, জনাব মশিউর রহমান এনডিসি উপস্থিত ছিলেন । তাছাড়া GAIN-এর পক্ষে ডাঃ রুদাবা খন্দকার, কান্ট্রি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এসএফডিএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টিকর খাদ্য ভেল্যু চেইন ইত্যাদি কর্মসূচি এই সমঝোতা স্মারকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।

এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উভয় সংস্থা বাংলাদেশের নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ও বয়স্কদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতির জন্য সহযোগিতা ও পরিসেবাগুলো লক্ষিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করবে যাতে করে National Plan of Action for Nutrition (NPAN2)-এর লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখে । পাশাপাশি এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-২ (ক্ষুধা মুক্তি), এসডিজি-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ), এসডিজি-৫ (জেন্ডার সমতা) ও এসডিজি-৮ (শোভন কর্ম সুযোগ সৃষ্টি ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

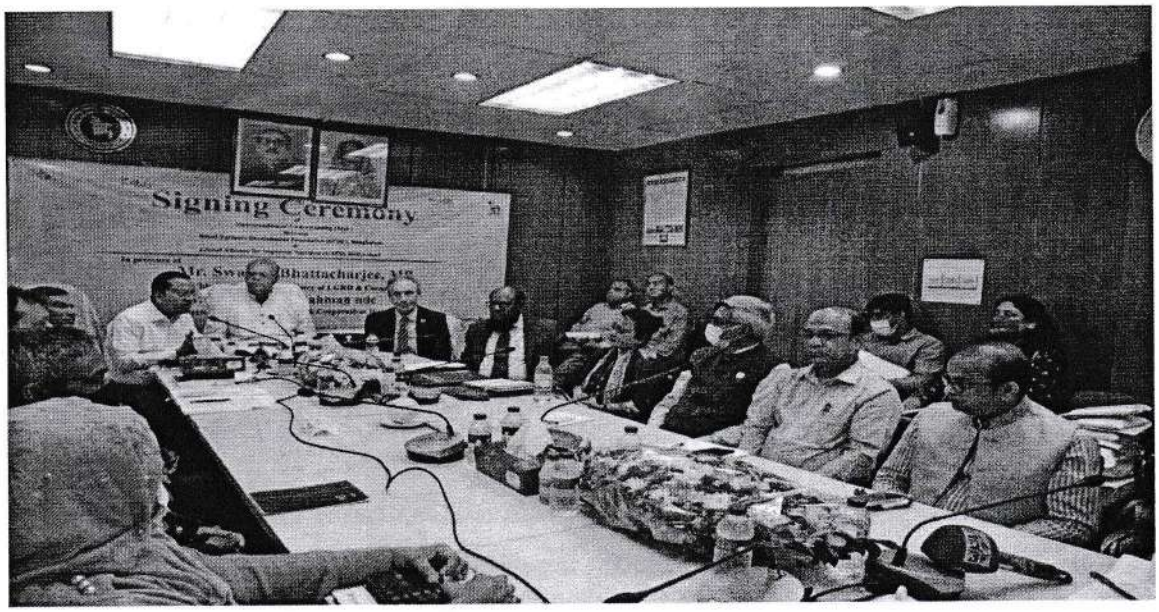

চিত্র: SFDF & GAIN এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র।

২। এছাড়া 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

ক) ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন।

চিত্রঃ আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি উদযাপন।

খ) ১৭ মার্চ'২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন।

গ) ২৬ মার্চ'২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সূর্বণজয়ন্ত্রী উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভার আয়োজন।

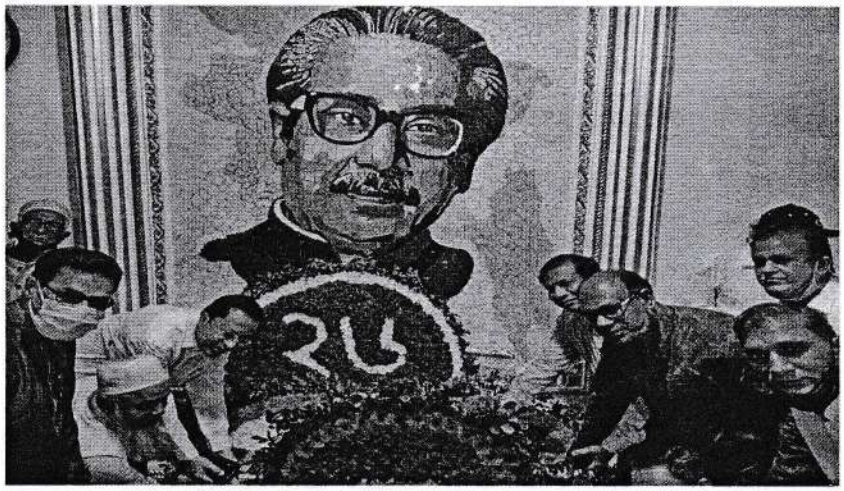

চিত্রঃ ২৬ মার্চ'২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সূর্বণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

ঘ) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন আওতাধীন ১০০টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়নে ও বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ে কেন্দ্র পর্যায়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

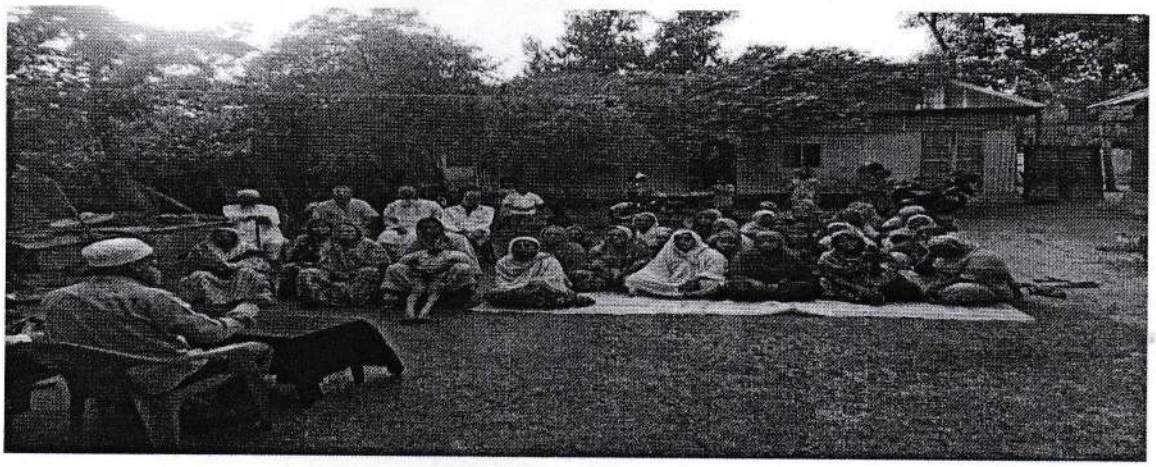

চিএ: /দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়নে ও বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ে কেন্দ্র পর্যায়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলোচনা সভা

ঙ) মুজিববর্ষ কর্মপরিকল্পনায় "জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে জামানতবিহীন ঋণ ও রূপকল্প-২০৪১ এ এসএফডিএফ" শিরোনামীয় একটি সেমিনার গত ০২।০৪।২০২২ইং তারিখে আয়োজন করা হয়।

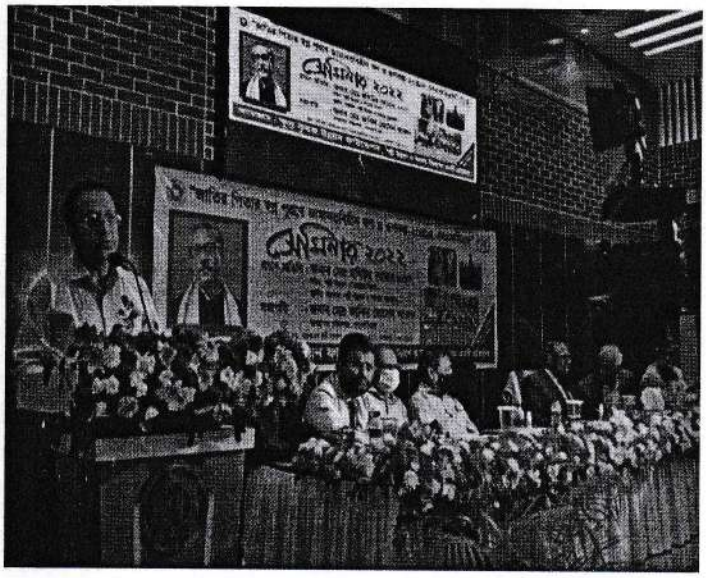

সেমিনারের স্থির চিত্র

চিত্রঃ "জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে জামানতবিহীন ঋণ ও রূপকল্প-২০৪১ এ এসএফডিএফ" শিরোনামীয়

এসএফডিএফ এর কিছু উল্লেখযোগ্য আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

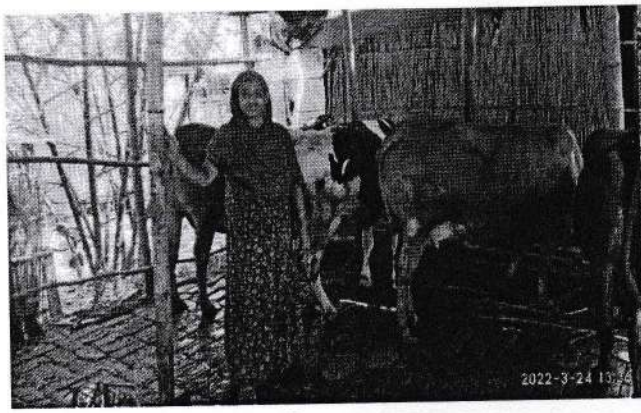

সুফলভোগীর গরুর খামার

সুফলভোগীর পেঁপে চাষ

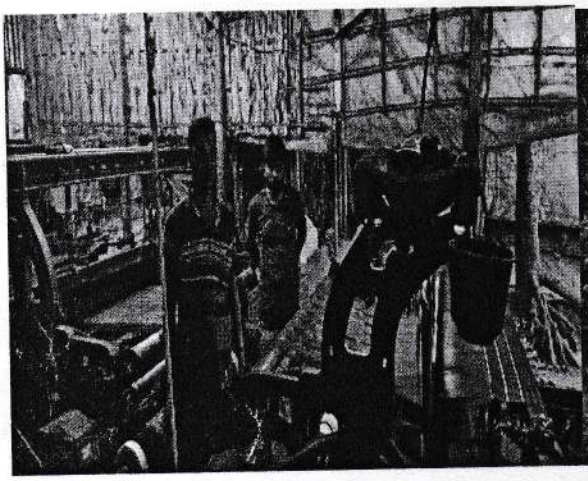

সুফলভোগীর তাঁতশিল্প

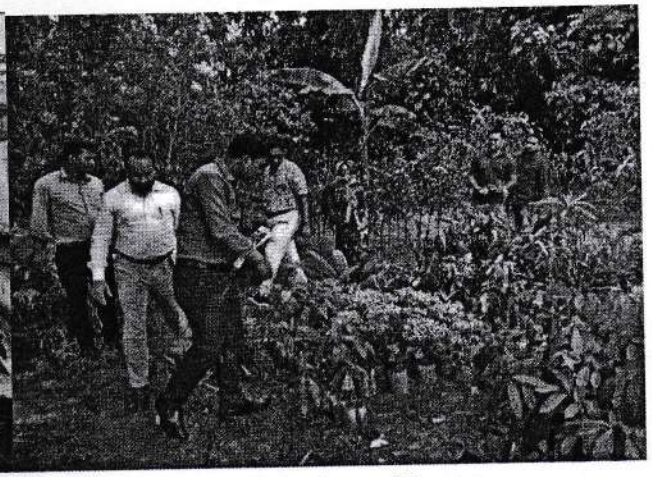

সুফলভোগীর নার্সারির বাগান

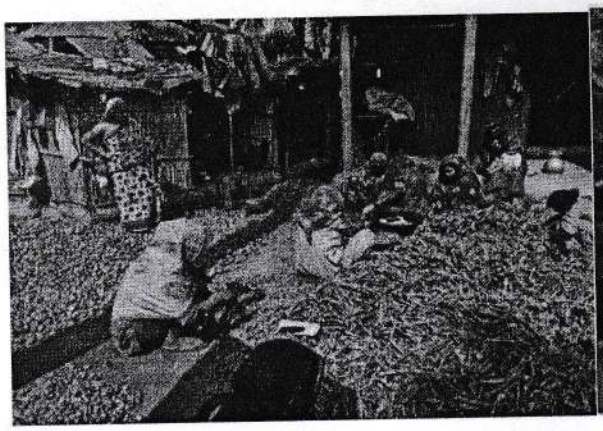

সুফলভোগীর পেঁয়াজ উৎপাদন

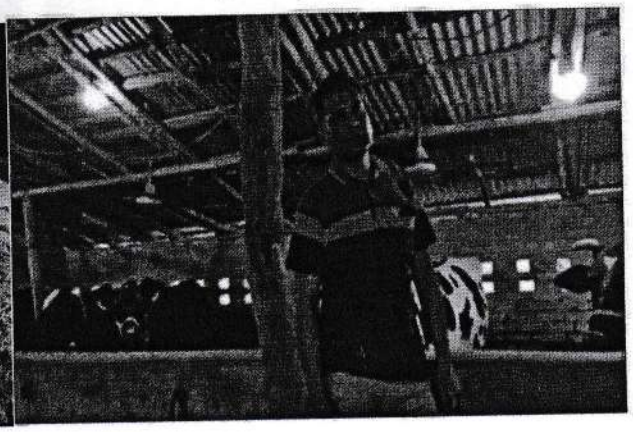

সুফলভোগীর গরুর খাম

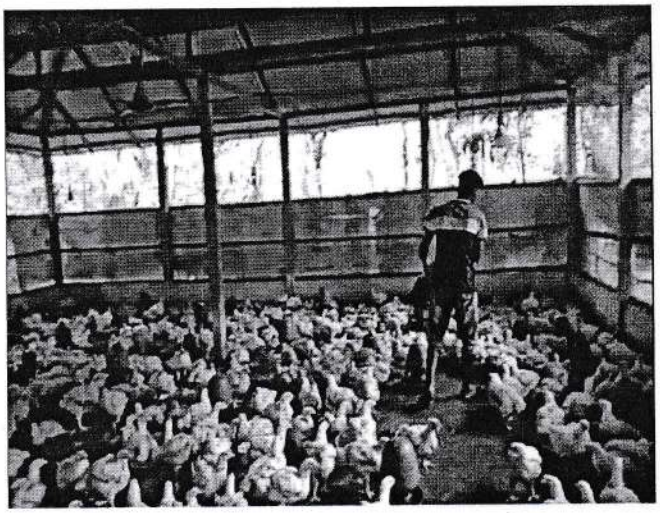

সুফলভোগীর মুরগীর খামার

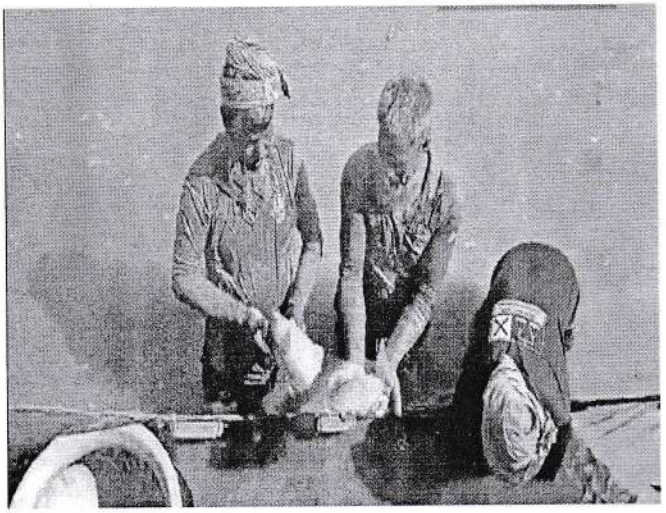

সুফলভোগীর মাছ চাষ

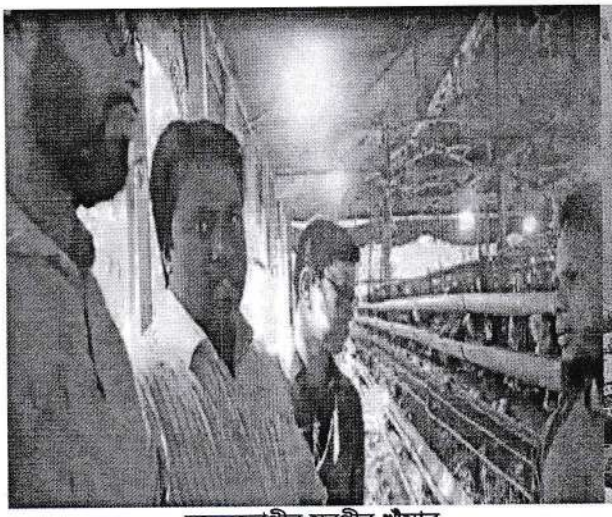

সুফলভোগীর মুরগীর খামার

সুফলভোগীর কারুশিল্প

(জান্নাতুন-আরা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক